যায়যায়দিন

তারিখ 13 MAY 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

দেশের প্রথম নারী স্পিকার

অগ্রগতির নতুন এক অধ্যায়

বর্তমান বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়ন অনেকটা বিস্তৃত। এখন আর নারী মানেই চুপ করে ঘরে বসে থাকা নয়। আর এই চিত্র বাংলাদেশেও দৃশ্যমান। দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রীসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীরা আজ যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাখছে ইতিবাচক ভূমিকা। এটা অনস্বীকার্য, যে কোনো উন্নয়নের লক্ষ্যে তথা দেশের সার্বিক দিক থেকেই সমৃদ্ধি অর্জনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। এরই ধারাবাহিকতায় নারীর অগ্রযাত্রা সার্বিকভাবে দেশেরই অগ্রগতি।

সম্প্রতি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচিত হলো। যা নিঃসন্দেহে নারীর অগ্রগতিতে এগিয়ে গেল আরো এক ধাপ। গত মঙ্গলবার নবম জাতীয় সংসদের ১৭তম অধিবেশনের শেষ দিনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. শিরিন শারমীন চৌধুরী। যা দেশের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো জাতীয় সংসদের স্পিকার হলেন একজন নারী। এছাড়া প্রথমবারের মতো এবং সংরক্ষিত কোটায় সংসদ সদস্য হয়ে স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার ঘটনাও এটাই প্রথম। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এর মধ্য দিয়ে আমরা নারীর অগ্রগতি আরো একধাপ এগিয়ে নিতে চাই। আমরাও মনে করি, দেশের ইতিহাসে এটা একটি অগ্রগতির ঘটনা হিসেবেই বিবেচিত হবে। আমরা এ নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদের স্পিকারকে অভিনন্দন জানাই। দেশের প্রথম এ নারী স্পিকার শুধু রাজনৈতিক ও পেশাজীবনেই দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেননি, তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাবী নারীদেরও একজন।

দেশের প্রথম এই নারী স্পিকার ড. শিরিন শারমীন চৌধুরী ১৯৬৬ সালের ৬ অক্টোবর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা প্রয়াত রফিকুল্লাহ চৌধুরী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে একান্ত সচিব ছিলেন। মা প্রয়াত নাইয়ার সুলতানা পেশায় অধ্যাপক ছিলেন। স্বামী সৈয়দ ইশতিয়াক হোসাইন একজন ওষুধ বিশেষজ্ঞ। শিক্ষা জীবনের প্রতিটি পর্বে গৌরবময় সাফল্যের অধিকারী ড. শিরিন শারমীন চৌধুরী ১৯৯০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। এর আগে স্নাতকেও (সম্মান) তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ১৯৮৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় মানবিক শাখায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম এবং ১৯৮৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় একই শাখায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। অর্জন করেন বিদেশি দিএইচডি ডিগ্রি। শিক্ষাজীবন শেষ করে আইনজীবী হিসেবে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। তিনি ঐতিহাসিক মাজদার হোসেন মামলার অন্যতম আইনজীবী ছিলেন।

বর্তমানে দেশ এক অস্থির পরিস্থিতি ও একই সাথে শোকের মধ্যে নিমজ্জিত। এ অবস্থায় তার দায়িত্বগ্রহণ এবং তিনি তা পরিচালনায় দক্ষতা ও সংসদের যথার্থ অভিভাবকত্ব করতে সক্ষম হবেন, আমরা এমনটা বিশ্বাস করি। বিভিন্ন দেশে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং একই সাথে সংসদের স্পিকার নারী। ফলে নারী অধিকার, নির্যাতন রোধ ও সর্বোপরি নারীর বিভিন্ন রকম সমস্যায় এই ক্ষমতায়ন ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। একই সাথে এই ঘটনায় নারীর অগ্রগতির গৌরবময় ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও অংশীদার হয়ে থাকবেন।

আমরা প্রত্যাশা করি, দেশের প্রথম এই নারী স্পিকার তার অতীত জীবনের মতো সংসদের দায়িত্ব পালনেও সাফল্যের সাথে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন। আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তা হলো বিরোধীদল অনেকদিন সংসদে আসে না। যা দেশের গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়। যথার্থ পদক্ষেপের মাধ্যমে যদি তিনি বিরোধীদলকে সংসদে ফিরিয়ে আনতে পারেন, তবে তা হবে দেশের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এটা নতুন স্পিকারের জন্যও ইতিবাচক একটি দিক।